ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পার্লামেন্টওয়াচ

দশম জাতীয় সংসদ

প্রথম অধিবেশন (জানুয়ারি - এপ্রিল ২০১৪)

মোরশেদা আক্তার, জুলিয়েট রোজেটি

৭ জুলাই ২০১৪

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- সংসদ জাতীয় সততা ব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম
- সংসদের মূল কাজ - প্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন ও তদারকি
- দশম সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদকে কার্যকর করা সম্পর্কিত অঙ্গীকার
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় কার্যক্রমের ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করছে; এ পর্যন্ত মোট ১০টি প্রতিবেদন প্রকাশ
- দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনের কার্যক্রমের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন

গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য

সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চায় জাতীয় সংসদের ভূমিকা বিষয়ক গবেষণার অংশ হিসেবে দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ এবং সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ প্রণয়ন করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনের কার্যক্রম পর্যালোচনা
- জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদ সদস্য ও সংসদীয় কমিটির ভূমিকা বিশ্লেষণ
- আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ
- সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের ভূমিকা বিশ্লেষণ
- সংসদীয় গণতন্ত্র সুদৃঢ় করতে, সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ

তথ্যের উৎস ও অধিবেশনের সময়

প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস

- সংসদ টেলিভিশন চ্যানেলে সরাসরি প্রচারিত সংসদ কার্যক্রম

পরোক্ষ তথ্যের উৎস

- সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন
- সরকারি গেজেট
- প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, বই ও প্রবন্ধ
- সংবাদপত্র

অধিবেশনের সময়

জানুয়ারি ২০১৪ থেকে এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন

প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত বিষয়

প্রতিনিধিত্ব	▪ সদস্যদের উপস্থিতি, সংসদ বর্জন, ওয়াকআউট ও কোরাম সংকট ▪ নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ ▪ রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা
আইন প্রণয়ন	▪ আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী
জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা	▪ প্রশ্নোত্তর পর্ব ও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের ওপর আলোচনা ▪ অনির্ধারিত আলোচনা ▪ সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম
অন্যান্য	▪ স্পিকারের ভূমিকা

দশম জাতীয় সংসদ বিষয়ক তথ্য

- ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২৯ জানুয়ারি ২০১৪ প্রথম অধিবেশন
- দশম জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও শরীক দল (৮২% আসন), জাতীয় পার্টি (১১% আসন) ও অন্যান্য (৭% আসন)
- সরাসরি নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে পুরুষ ৯৪% এবং নারী ৬%; সংরক্ষিত আসনসহ এই হার যথাক্রমে ৮০% ও ২০%
- শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রায় ৭৭%; এসএসসি ও তার কম ৮% সংসদ সদস্যের
- নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ব্যবসায়ী ৫৯%, আইনজীবী ১৩%, রাজনীতিক ৬%, অন্যান্য ৭% (সাংবাদিক, গৃহিনী, পরামর্শক)

কয়েকটি সংসদে নির্বাচিত সদস্যের প্রধান পেশার ধরন (শতকরা হার)

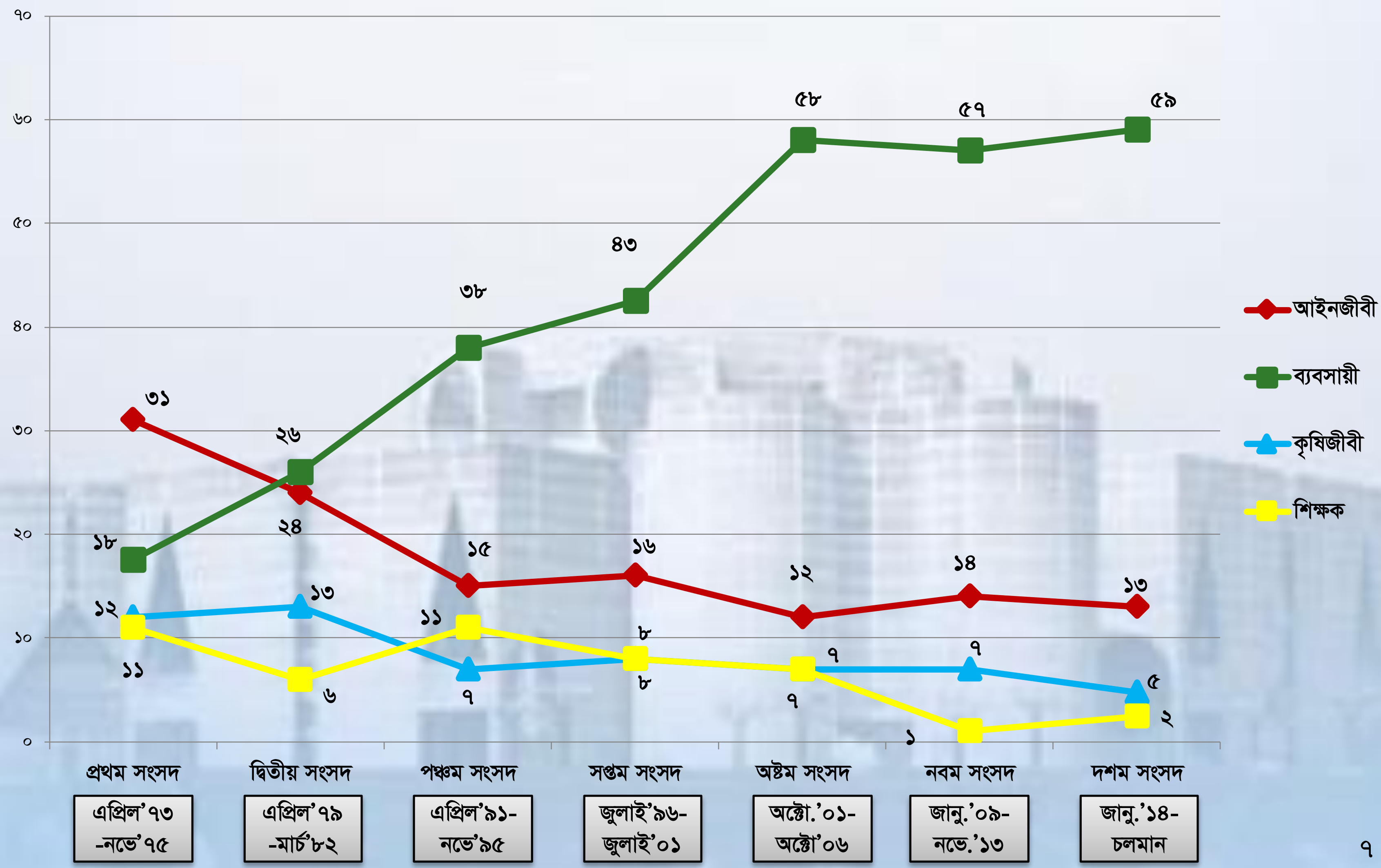

কার্যদিবস ও কার্যসময়

দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনে মোট কার্যদিবস ৩৬ দিন এবং মোট ব্যয়িত সময় ১১৩ ঘণ্টা ৫১ মিনিট

প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল ৩ ঘণ্টা ৯ মিনিট

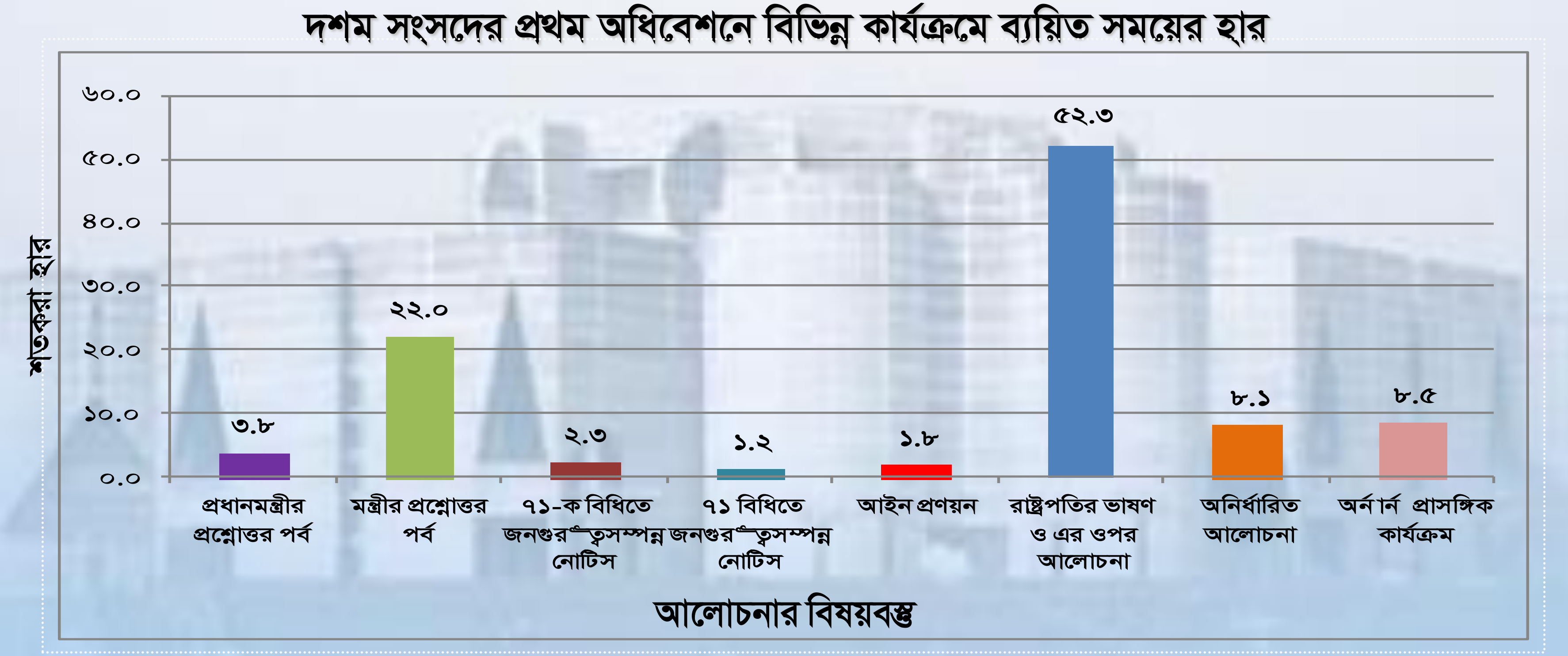

সদস্যদের উপস্থিতি

সার্বিকভাবে গড় উপস্থিতি	২২৪ জন (মোট সদস্যের ৬৪%)
মোট কার্যদিবসের ৭৫%-এর বেশি কার্যদিবসে উপস্থিত	২৩% সদস্য
সরকারি দলের ক্ষেত্রে	২১.৮ % সদস্য তিন-চতুর্থাংশের বেশি কার্যদিবসে, ৩৯.৫% সদস্য অর্ধেক সময়ের কম কার্যদিবসে উপস্থিত
প্রধান বিরোধী দলের ক্ষেত্রে	৩০.৮% সদস্য তিন-চতুর্থাংশের বেশি, ৩০.৭% সদস্য অর্ধেক সময়ের কম কার্যদিবসে উপস্থিত
অন্যান্য বিরোধী দলের ক্ষেত্রে	৫০% সদস্য ৫১-৭৫ শতাংশ কার্যদিবসে উপস্থিত, কোনো সদস্যই ২৫%-এর কম কার্যদিবসে উপস্থিত ছিলেন না
সংসদ নেতার উপস্থিতি	মোট কার্যদিবসের ৮৮.৮৮% (৩২ দিন)
প্রধান বিরোধী দলের নেতার উপস্থিতি	মোট কার্যদিবসের ৩৮.৮৮% (১৪ দিন)
সর্বোচ্চ উপস্থিতি	৩ জন (সরকারি) গাইবান্ধা-৫, নওগাঁ-২, ঢাকা-১৬; একজন (স্বতন্ত্র) নরসিংদী-২ (৩৬ কার্যদিবস. ১০০%)
মন্ত্রীদের উপস্থিতি	৫১% মন্ত্রী ৫১-৭৫ শতাংশ কার্যদিবসে উপস্থিত

ওয়াকআউট, সংসদ বর্জন ও কোরাম সংকট

ওয়াকআউট

- একটি কার্যদিবসে প্রধান বিরোধী দলের একবার ওয়াকআউট

কারণ-

- বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ

সংসদ বর্জন

- প্রধান বিরোধী দল বা অন্যান্য বিরোধী দল সংসদ বর্জন করেনি

কোরাম সংকট

- অধিবেশন শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের পর অধিবেশন কক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য উপস্থিত না হওয়ার কারণে কোরাম সংকট হয়
- প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকট ২৮ মিনিট (অর্থমূল্য প্রায় ২১ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা)
- মোট কোরাম সংকট প্রায় ১৭ ঘণ্টা ৭ মিনিট (*অর্থমূল্য প্রায় ৮ কোটি ১ লক্ষ টাকা)*
- সংসদ অধিবেশন পরিচালনা করতে প্রতি মিনিটে গড় ব্যয় প্রায় ৭৮ হাজার টাকা

অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের অধিবেশনের গড় কোরাম সংকট (মিনিট)

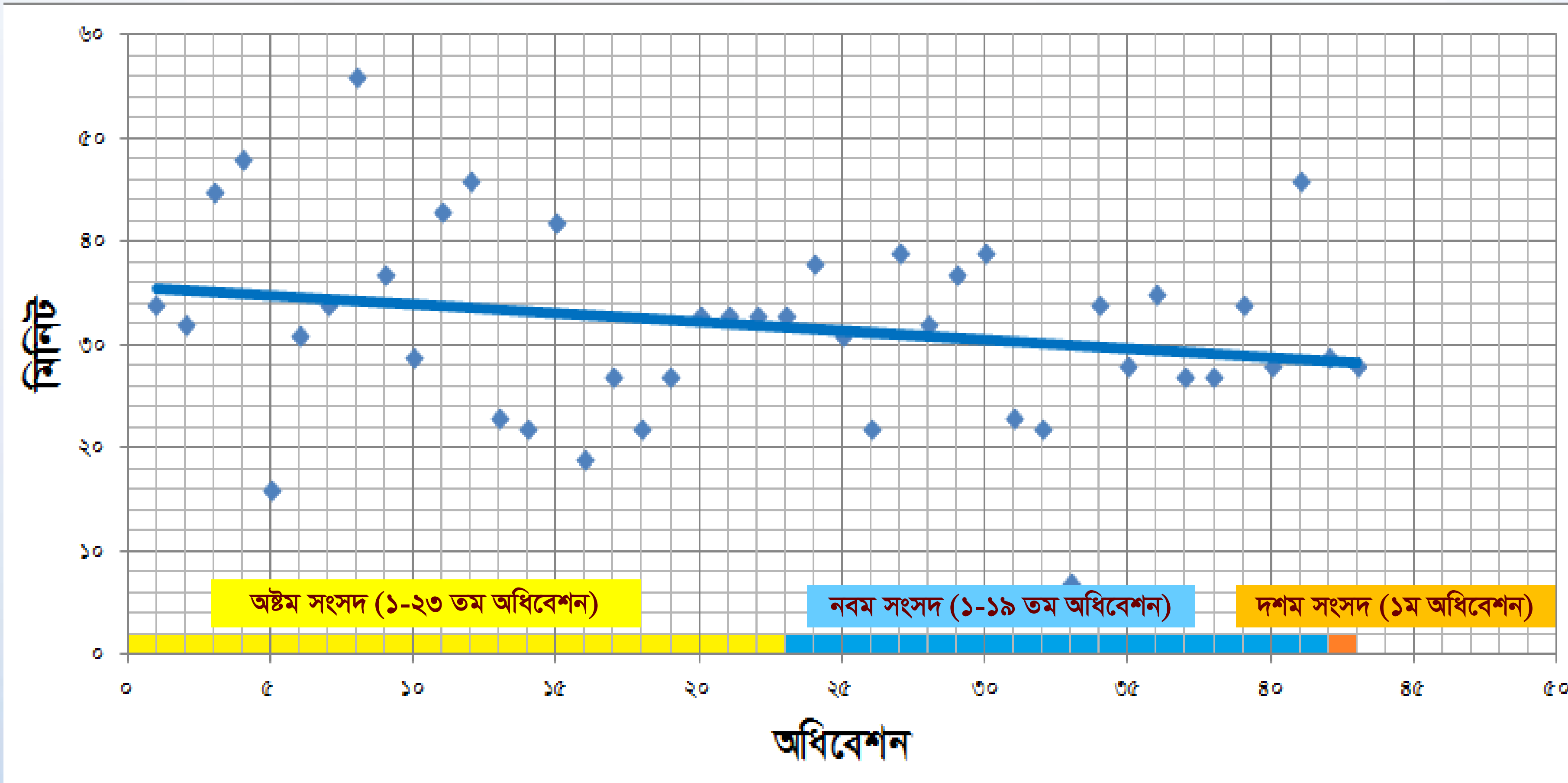

- অষ্টম সংসদে গড় কোরাম সংকট ৩৭ মিনিট (সর্বোচ্চ ৫৬ মিনিট, সর্বনিম্ন ১৬ মিনিট)
- নবম সংসদে গড় কোরাম সংকট ৩২ মিনিট (সর্বোচ্চ ৪৬ মিনিট, সর্বনিম্ন ৭ মিনিট)
- অষ্টম সংসদ থেকে দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনের গড় কোরাম সংকট তুলনামূলকভাবে কিছুটা হ্রাস পেলেও এ ধারা এখনো অব্যাহত

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা

- মোট ব্যয়িত সময় প্রায় ৫৯ ঘণ্টা ৩০ মিনিট (মোট সময়ের প্রায় ৫২.৩%)
- ২২৮ জন বক্তব্য প্রদানের সুযোগ পান (সরকারি দলের ১৬৫ জন, প্রধান বিরোধী দলের ৩০ জন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য ৩৩ জন)
- আলোচনায় নির্বাচনী এলাকা সংশ্লিষ্ট বক্তব্য, নবম সংসদের বিরোধী দলের সমালোচনা ও নিজ দলের কার্যক্রমের প্রশংসার প্রাধান্য
- ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক বিষয় উপস্থাপন এবং একজন প্রয়াত রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার অব্যাহত
- *সংসদ নেতার বক্তব্যের বিষয়* - নবম সংসদের বিরোধী দলের নেতা ও কর্মীদের সমালোচনা, কৃষি, বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্য সেবাখাত এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ, রাস্তাঘাট ও সেতু উন্নয়ন
- *বিরোধী দলীয় নেতার বক্তব্যের বিষয়* - ভেজাল ও নদীদূষণ বন্ধে প্রধানমন্ত্রীকে উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান, স্বাধীনতার ঘোষক ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বিতর্ক না করার অনুরোধ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব, ঢাকা শহরে যানজট নিরসন, গার্মেন্টস খাত ও বিদেশে শ্রমশক্তি পাঠানোর জন্য পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাব

আইন প্রণয়ন কার্যক্রম

- মোট সময়ের ১.৮% আইন প্রণয়নে ব্যয়িত *(১৫তম লোকসভার প্রথম অধিবেশনে ভারতের লোকসভা এবং রাজ্যসভা উভয় হাউজে ৮% সময় আইন প্রণয়নে ব্যয়)*
- মোট ২টি সরকারি বিল পাস *(কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী অবলুপ্ত নবম সংসদের কোনো অমীমাংসিত বিল দশম সংসদে উত্থাপিত হয়নি)*
- বিল উত্থাপন এবং বিলের ওপর মন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে একটি বিল পাস করতে গড়ে প্রায় ৬ মিনিট সময় ব্যয়
- বিল উত্থাপনে আপত্তি এবং জনমত যাচাই-বাছাই ও দফাওয়ারী সংশোধনী সম্পর্কে কোনো সদস্য অংশগ্রহণ করেননি
- নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ থাকলেও 'সংসদ সদস্যদের আচরণ বিধি' পাসের জন্য উত্থাপন করা হয়নি
- 'জাতীয় সংসদের স্থায়ী কমিটির (সাক্ষ্য গ্রহণ ও দলিলপত্র দাখিল) আইন-২০১১' শীর্ষক একটি বিলের খসড়া সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় তৈরি করলেও পাসের জন্য সংসদে উত্থাপিত হয়নি

সংসদের অধিবেশনে সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা কার্যক্রম

- সংসদে প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা কার্যক্রমের (প্রশ্নোত্তর, জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস, সাধারণ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব) কোনো না কোনো পর্বে অংশগ্রহণ - মোট ১৫৯ জন সদস্য (১৮ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং ১৫ জন অন্যান্য বিরোধী দলের)
- প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের উল্লেখযোগ্য বিষয় - বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উপকূলবর্তী এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও নতুন শিল্প স্থাপন, সুষ্ঠু উপজেলা নির্বাচনের দিক নির্দেশনা, কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা
- মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন উত্থাপন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট (৫৯টি)
- উত্থাপিত ও আলোচিত মোট ৮টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের সবগুলো উত্থাপনকারীদের সম্মতিক্রমে অন্যান্য সদস্যদের কণ্ঠভোটে প্রত্যাহৃত

সংসদের অধিবেশনে সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা কার্যক্রম

- কার্যপ্রণালী বিধি ৭১-ক বিধিতে মোট ৭১টি জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিসের ওপর আলোচনা
- সবচেয়ে বেশি (১২টি) যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত
- ৭১ বিধিতে ১৫টি জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিস আলোচনার জন্য গৃহীত (*৯টি সরকারি দলের, ৪টি প্রধান বিরোধী দলের এবং ২টি অন্যান্য বিরোধী দলের*)
- গৃহীত নোটিসের মধ্যে ৮টি নোটিস সংসদে আলোচিত (*৪টি সরকারি দলের, ৩টি প্রধান বিরোধী দলের এবং ১টি অন্যান্য বিরোধী দলের*)
- কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী অন্য বিধিতে নিষ্পত্তিযোগ্য হওয়ায় ৫টি মুলতবি প্রস্তাবের নোটিস বাতিল ঘোষণা; কিন্তু অন্য কোনো বিধিতে উক্ত বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা হতে দেখা যায়নি; উল্লেখ্য, সবগুলো নোটিসের বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠানের অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রসঙ্গে

অনির্ধারিত আলোচনা

- মোট ২৩টি কার্যদিবসে অনির্ধারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত; ৪০টি বিষয়ের ওপর প্রায় ৯ ঘণ্টা ১৩ মিনিট ব্যয় (প্রায় ৮%); ১৯ জন সদস্যের অংশগ্রহণ (সরকারি দলের ৯ জন, প্রধান বিরোধী দলের ৬ জন, অন্যান্য বিরোধী ৪ জন)
- অনির্ধারিত আলোচনায় অসংসদীয় ও অশালীন ভাষা ব্যবহার করে প্রাক্তন বিরোধী দলের সমালোচনার প্রাধান্য
- স্বতন্ত্র সদস্য কর্তৃক প্রধান বিরোধী দল এবং সরকারের মন্ত্রিপরিষদে সহাবস্থানকে কার্যকর সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিবন্ধক হিসেবে উপস্থাপন

উল্লেখযোগ্য আলোচিত বিষয়

- বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি
- তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তি না হওয়ার কুফল
- সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসা সেবা বৃদ্ধি
- জামাত-শিবিরের সহিংসতার প্রতিবাদ
- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীদের বিচারের আওতাভুক্ত করা
- উপজেলা নির্বাচনে নির্বাচিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ

- ভারতের জঙ্গীবাদ ও বাংলাদেশে জঙ্গীদের আশ্রয়গ্রহণ
- সরকারের কার্যক্রম এবং দশম সংসদের বৈধতা সম্পর্কে প্রাক্তন বিরোধীদলীয় নেতা এবং অন্যান্য নেতাদের কটূক্তি ও সমালোচনার প্রতিবাদ
- চট্টগ্রামে চোরাচালানকৃত ১০ ট্রাক অস্ত্র মামলার রায়
- টিআইবি'র সংসদ বিষয়ক রিপোর্টের সমালোচনা

অধিবেশনের বিভিন্ন কার্যক্রমে সদস্যদের অংশগ্রহণ

কার্যক্রম	মোট সদস্য	সরকারি দল	প্রধান বিরোধী দল	অন্যান্য বিরোধী
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	২২ (৬.৩%)	১৬ (৪.৬%)	১ (০.৩%)	৫ (১.৪%)
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব	১৩৭ (৩৯.১%)	১০৭ (৩০.৬%)	১৬ (৪.৬%)	১৪ (৪%)
সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১)	১৭ (৪.৯%)	১৩ (৩.৭%)	১ (০.৩%)	৩ (০.৯%)
জন-গুরুত্বসম্পন্ন মনোযোগ আকর্ষণ নোটিসের ওপর আলোচনা (বিধি ৭১)	৮ (২.৩%)	৪ (১.১%)	৩ (০.৯%)	১ (০.৩)
জন-গুরুত্বসম্পন্ন মনোযোগ আকর্ষণ নোটিসের ওপর আলোচনা (বিধি ৭১-ক)	৫৮ (১৬.৬%)	৪৫ (১২.৯%)	৩ (০.৯%)	১০ (২.৯%)
আইন প্রণয়ন	৮ (২.৩%) (মন্ত্রী)	৮ (২.৩%)	-	-
অনির্ধারিত আলোচনা	২৯ (৮.৩%)	১৯ (৫.৪%)	৬ (১.৭%)	৪ (১.১%)
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা	২২৮ (৬৫.১%)	১৬৫ (৪৭.১%)	৩০ (৮.৬%)	৩৩ (৯.৪%)

** ৮৩ জন সদস্য কোনো পর্বে অংশ নেননি*

সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম

- প্রথম অধিবেশনে সকল (৫১টি) কমিটি গঠন
- নবম সংসদে কমিটির সভাপতি হিসেবে বিরোধী দলের সদস্যের অন্তর্ভুক্তি প্রবর্তন করা হলেও দশম সংসদে কোনো কমিটিতেই এ ধারা লক্ষ করা যায়নি
- ৪৩টি কমিটির মোট ৬৫টি বৈঠক অনুষ্ঠিত, ৮টি কমিটি কোনো বৈঠক করেনি
- সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি ও আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সর্বোচ্চ ৩টি করে বৈঠক অনুষ্ঠিত
- কমিটিতে সদস্যদের সার্বিক গড় উপস্থিতি ৭৮%
- নবম সংসদের কয়েকজন মন্ত্রীকে দশম সংসদে একই মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটিতে সদস্য এবং সভাপতি হিসেবে অন্তর্ভুক্তি
- সদস্যদের এ ধরনের সম্পৃক্ততা নবম সংসদের কোনো অনিয়মের অভিযোগ উত্থাপন ও তদন্তের ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ তৈরি করেছে

নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ

মোট নারী সদস্য	৬৯ জন (সরাসরি নির্বাচিত ১৯ জন) (স্পিকারসহ)
শিক্ষাগত যোগ্যতা	সর্বোচ্চ ৪১% সদস্য স্নাতকোত্তর; ৩১% স্নাতক পর্যায়ের
পেশা	সর্বোচ্চ ২৯% ব্যবসায়ী, ২৩.৩% আইনবিদ, ১৪.৫% রাজনীতিক, ৭.২% শিক্ষক
উপস্থিতি	৬৫.৭% নারী মোট কার্যদিবসের ২৬-৫০ শতাংশ সময় উপস্থিত
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	১টি সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব	৬ জন সরাসরি নির্বাচিত সদস্য কর্তৃক ১২টি প্রশ্ন উত্থাপন
প্রশ্নের বিষয়বস্তু	প্রশাসন ও নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, নারী উন্নয়ন
৭১ বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ গৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনা	২টি নোটিস (১টি সরকারি, ১টি প্রধান বিরোধী) দেওয়া হলেও কোনো নোটিস আলোচনার জন্য গৃহীত হয়নি
৭১-ক বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের ওপর আলোচনা	একজন সরকারদলীয় সদস্য কর্তৃক যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত নোটিস আলোচনা
আইন প্রণয়ন	কোনো অংশগ্রহণ ছিল না
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা	মোট ৫১ জন সদস্য বক্তব্য দেন (সরাসরি নির্বাচিত ১২ জন, সংরক্ষিত আসনের ৩৯ জন)
সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে অংশগ্রহণ	৫০টি কমিটিতে মোট ৬০ জন নারী সদস্য (১০ জন প্রধান বিরোধী দলের); সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি নারী সদস্যবিহীন, ৮টি কমিটির সভাপতি ৫ জন নারী (৪টি কমিটিতে স্পিকার, ৪টি কমিটিতে ৪ জন সরকারি দলের সদস্য)

স্পিকারের ভূমিকা

- সভাপতি হিসেবে স্পিকারের প্রায় ৭৭ ঘণ্টা ৩১ মিনিট (৬৮%), ডেপুটি স্পিকারের প্রায় ৩৪ ঘণ্টা ২৫ মিনিট (৩০%) এবং সভাপতি প্যানেলের সদস্যদের প্রায় ১ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট (২%) দায়িত্ব পালন
- কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী আচরণ ও ভাষার ব্যবহার করার জন্য সদস্যদেরকে অনুরোধ করলেও রুলিং প্রদান না করা
- প্রাক্তন বিরোধী দলের সদস্যদের প্রসঙ্গে সরকারি দল এবং বর্তমান বিরোধী দলের সদস্যদের অসংসদীয় শব্দের ব্যবহারের প্রেক্ষিতে অনেক সময় স্পিকারের নীরবতা

অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনের তুলনামূলক চিত্র

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ	নবম সংসদ	দশম সংসদ
সংসদে দল ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব	৭২% সরকারি দল ২৮% বিরোধী দল	৮৮% সরকারি দল ১২% বিরোধী দল	৮১% সরকারি দল ১৯% বিরোধী দল
মোট বৈঠককাল	১৯ দিন, প্রায় ৫৮ ঘণ্টা ১২ মিনিট	৩৯ দিন, প্রায় ১৪৫ ঘণ্টা ২২ মিনিট	৩৬ দিন, প্রায় ১১৩ ঘণ্টা ৫১ মিনিট
গড় বৈঠককাল	৩ ঘণ্টা ৪ মিনিট	৩ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট	৩ ঘণ্টা ৯ মিনিট
সদস্যদের গড় উপস্থিতি	- #	৬৮%	৬৪%
সংসদ নেতার উপস্থিতি	- #	৭৬.৯২%	৮৮.৮৮%
বিরোধীদলীয় নেতার উপস্থিতি	০%	৭.৬৯%	৩৮.৮৮%
প্রধান বিরোধী দলের ওয়াকআউট	হয়নি	৬ বার	১ বার

অজ্ঞাত

অষ্টম, নবম ও দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনের তুলনামূলক চিত্র

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ	নবম সংসদ	দশম সংসদ
দলীয় প্রশংসা	- #	২৫১ বার	৮৫৬ বার
সমালোচনা	- #	প্রতিপক্ষ দলের সমালোচনা ৩৪২ বার	প্রাক্তন বিরোধী দলের সমালোচনা ৫৩১ বার
প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জন	১০০% কার্যদিবস	৪৩.৫৯% কার্যদিবস	সংসদ বর্জন করেনি
বিল পাস	৫টি সরকারি বিল	৩২টি সরকারি বিল *	২টি সরকারি পাস
গড় কোরাম সংকট	৩৪ মিনিট	৩৮ মিনিট	২৮ মিনিট
স্থায়ী কমিটি	৫টি কমিটি গঠিত, বিরোধী দলের কোনো সদস্য কমিটির সভাপতি নয়	সকল কমিটি গঠিত, ৩টি কমিটির সভাপতি বিরোধী দলের	সকল কমিটি গঠিত, বিরোধী দলের কোনো সদস্য কমিটির সভাপতি নয়

** তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহ সংসদে অনুমোদন করার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থাকায় বিলের সংখ্যা বেশী;*

 # অজ্ঞাত

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

ইতিবাচক দিক

- দশম সংসদে প্রথম অধিবেশনেই সকল সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠিত
- অষ্টম ও নবম সংসদের অধিবেশনগুলোর সাপেক্ষে গড় কোরাম সংকট তুলনামূলকভাবে হ্রাস পেয়েছে
- প্রধান বিরোধী দল সংসদ বর্জন করেনি

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

নেতিবাচক দিক

- প্রথম অধিবেশনে প্রতি কার্যদিবসে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার ৬৪% *(নবম সংসদে প্রথম অধিবেশনে ৬৮%)*
- আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় বিলের ওপর আপত্তি, সংশোধনী প্রস্তাব এবং জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব কোনো ক্ষেত্রেই সদস্যদের অংশগ্রহণ না থাকা
- সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে নবম সংসদে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে বিরোধী দলের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও দশম সংসদের প্রথম অধিবেশনে এই চর্চা দেখা যায়নি
- অসংসদীয় আচরণ ও ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকার অনুরোধ জানালেও কোনো রুলিং দেননি
- সরকারি দল নির্বাচনী ইশতেহারে সদস্যদের আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন, রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শিষ্টাচার ও সহিষ্ণুতা গড়ে তোলার অঙ্গীকার করলেও নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি
- সংসদের ওয়েবসাইটে সদস্যদের উপস্থিতিসহ সংসদ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশ করা হয়নি
- প্রধান বিরোধী দলসহ কোনো সদস্য বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনার জন্য উত্থাপন করেননি; যেমন:
  - ✓ বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার পাশাপাশি বোর্ডের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস
  - ✓ মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরণীয় অবদান রাখার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা দেওয়ার জন্য ক্রেস্ট তৈরীতে জালিয়াতি
  - ✓ উপঢৌকন হিসেবে অর্থপ্রাপ্তির প্রস্তাব সম্পর্কে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আ স ম ফিরোজের বক্তব্য
  - ✓ চারজন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে পৌর মেয়রের পদে বহাল থেকে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার অভিযোগ
  - ✓ হলফনামায় দেওয়া তথ্যের বাইরে সংসদ সদস্যদের অপ্রদর্শিত সম্পদ আহরণের অভিযোগ
- মন্ত্রিসভার সদস্য এবং প্রধান বিরোধী দল উভয় ক্ষেত্রে জাতীয় পার্টির ব্যতিক্রমী অবস্থান

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য সুপারিশ

স্বল্পমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য

সদস্যদের উপস্থিতি সংক্রান্ত

১. সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য অনুপস্থিত থাকার সর্বোচ্চ সময়সীমা উল্লেখযোগ্য হারে কমাতে হবে (উদাহরণস্বরূপ ৩০ কার্যদিবস)

২. অধিবেশনভিত্তিক সর্বোচ্চ উপস্থিতির জন্য প্রথম দশজনকে স্বীকৃতি প্রদান এবং সর্বনিম্ন উপস্থিত এরূপ দশজনের নাম প্রকাশ করতে হবে

৩. যুক্তিসঙ্গত কারণ সাপেক্ষে স্পিকারের অনুমতি ছাড়া পুরো অধিবেশনে অনুপস্থিত এমন সদস্যরা সদস্য হিসেবে প্রাপ্য ভাতা থেকে বঞ্চিত হবেন - এ রকম বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে

সংসদে সদস্যদের গণতান্ত্রিক আচরণ ও অংশগ্রহণ সংক্রান্ত

৪. সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত 'সংসদ সদস্য আচরণবিধি বিল ২০১০' চূড়ান্ত অনুমোদন ও আইন হিসেবে প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে

৫. আন্তর্জাতিক চুক্তিসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে সংসদে আলোচনা করার বিধান কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য সুপারিশ (চলমান)

সংসদের কার্যদিবস ও কার্যসময় সংক্রান্ত

৬. সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যদিবস এবং কার্যসময় উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি করতে হবে (যেমন কার্যদিবস কমপক্ষে ১৩০ দিন এবং কার্যসময় প্রতি কার্যদিবসে ৬ ঘণ্টা)

তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত

৭. সংসদ অধিবেশন ও স্থায়ী কমিটির সভায় সদস্যদের উপস্থিতিসহ সংসদ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে ও সময়মত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। সংসদের ওয়েবসাইটের তথ্য যথা সময়ে হালনাগাদ করতে হবে এবং বুলেটিনসহ বিভিন্ন প্রকাশনাকে আরও তথ্যবহুল করতে হবে

৮. সংসদীয় কমিটির সুপারিশসহ কার্যবিবরণী জনগণ তথা সরকারি ও বেসরকারি রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রসহ সকল গণমাধ্যমে সহজলভ্য করতে হবে

সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি সংক্রান্ত

৯. জনগুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে বা জনমত যাচাই করতে হবে। এক্ষেত্রে সংসদের ওয়েবসাইট, সংসদ টিভি, বেসরকারি সংস্থা কিংবা সংবাদপত্রের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য সুপারিশ (চলমান)

সংসদীয় কমিটি কার্যকর করা সংক্রান্ত

১০. কমিটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এই প্রতিবেদন সম্পর্কে মন্তব্য/আপত্তি লিখিতভাবে জানাবে এমন বিধান প্রণয়ন করতে হবে

১১. যেসব কমিটিতে কোনো সদস্যের অন্তর্ভুক্তির ফলে স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে যথাযথ অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত সদস্য মন্ত্রী হলেও তিনি সংশ্লিষ্ট আলোচনা বা ভোট দান থেকে বিরত থাকবেন এরকম বিধান প্রণয়ন করতে হবে

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য সুপারিশ (চলমান)

দীর্ঘমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য

সদস্যদের উপস্থিতি সংক্রান্ত

১. বিধি অনুযায়ী সংসদ সদস্যের ছুটির আবেদন স্পিকার এবং সংসদ কর্তৃক অনুমোদন প্রক্রিয়ার চর্চা নিশ্চিত করতে হবে। এ সংক্রান্ত একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে

২. সংসদ বর্জনের সংস্কৃতি প্রতিহত করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করে দলীয় বা জোটগতভাবে সংসদ বর্জন নিষিদ্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে সদস্যপদ বাতিলের বিধান করা যেতে পারে

সংসদে সদস্যদের গণতান্ত্রিক আচরণ ও অংশগ্রহণ সংক্রান্ত

৩. সংসদ সদস্যদের বক্তব্যে অসংসদীয় ভাষা পরিহার এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহিষ্ণু মনোভাব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা অন্যদের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়

৪. সংবিধান সংশোধন, সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব ও বাজেট অনুমোদন ব্যতীত অন্যান্য যেকোনো বিষয়ে সদস্যদের স্বাধীন ও আত্মসমালোচনামূলক মতামত প্রকাশ ও ভোটদানের সুযোগ তৈরির জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে

৫. বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য সুপারিশ (চলমান)

সংসদের কার্যদিবস ও কার্যসময় সংক্রান্ত

৬. সংসদীয় ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করতে হবে

সংসদীয় কমিটি কার্যকর করা সংক্রান্ত

৭. সংসদীয় কমিটির সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয় কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা লিখিতভাবে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জানানোর বিধান করতে হবে, এক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে সময়সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে

ধন্যবাদ